বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/রংপুর-১৮১/ তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২ / ০৩ আগষ্ট ২০২৫

বিষয়ঃ অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলাধীন সোনাতন দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসার (ইআইআইএন- ১২৭৩৪৯) সুপারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দূনীতি, অর্থ আত্মসাৎ, মাদ্রসার জমিতে লাগানো গাছ বিক্রি, পতিত জমি থেকে ভেকু দিয়ে মাটি খনন করে বিক্রি এবং জেলা পরিষদ থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন মর্মে জনাব মো: নাজমুল ইসলাম নামে একটি অভিযোগ করেছেন।

এমতাবস্থায়, অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

০৩.৮.২৫

প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাউনিয়া, রংপুর।

০৩/০৮/২৫

নং-বামাশিবো/প্রশা/ রংপুর-১৮১/ তারিখ: ১৯ শ্রাবণ ১৪৩২ / ০৩ আগষ্ট ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, রংপুর;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, রংপুর;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কাউনিয়া, রংপুর;
৪. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, সোনাতন দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা, কাউনিয়া, রংপুর;
৫. সভাপতি, সোনাতন দারুচ্ছুন্নাত দাখিল মাদ্রাসা, কাউনিয়া, রংপুর;
৬. জনাব মো: নাজমুল ইসলাম (অভিযোগকারী), সোনাতন, ডাকঘর: নাজিরদহ, কাউনিয়া, রংপুর
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

০৩/০৮/২৫

মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

০৩/০৮/২৫

তারিখঃ ২২/০৪/২০২৫ খ্রিঃ

বরাবর

রেজিষ্টার

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-ঢাকা

বিষয়ঃ মোঃ আব্দুস ছাত্তার, সুপার, সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা, কাউনিয়া, রংপুর এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র মাদ্রাসার সুপার মোঃ আব্দুস ছাত্তারের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও মাদ্রাসার জমিতে লাগানো ইউক্যালিপটাস গাছ বিক্রি, জমি রেওয়াজ বদল, পতিত জমি থেকে ভেকু দিয়ে মাটি খনন করে বিক্রি করেন। যা বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি অত্র মাদ্রাসা কাউনিয়া, রংপুর মহোদয়ের অনুমতি ও রেজুলেশন ছাড়া এককভাবে করেন। এই বিষয়ে গত ১৩/০১/২০২৪ খ্রিঃ, ১৫/০৮/২০২৪ খ্রিঃ ও ২৮/০৮/২৪ খ্রিঃ শিক্ষক এবং এলাকাবাসী মাদ্রাসার সভাপতি বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগ তিনটি দাখিলের প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় গত ২৯/০৮/২৪ খ্রিঃ তারিখে সুপারকে কারন দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন। গত ০৩/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করেন। তা সন্তোষজনক না হওয়ায় অধিকতর তদন্তের জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করেন। সুপার তদন্ত কমিটিকে প্রভাবান্বিত করে তদন্ত কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। যার প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি অত্র মাদ্রাসা মহোদয় বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে কালক্ষেপন করে দায়সারাভাবে চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা বরাবর অবগতি পত্র প্রেরণ করেন। যার স্মারক নং- ০৫.৫৫.৮৫৪২.০০৪.০৬.১০৪.২৫-৮১ তারিখ ১৯/০১/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ। নিম্নে সুপারের দুর্নীতির বিবরন তুলে ধরা হলো-

বর্তমান দুর্নীতির অভিযোগ সমূহ ঃ-

১। মাদ্রাসার ১৯ + ৩= মোট ২২ টি ইউক্যালিপটাস গাছ বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া বিক্রয়, মাদ্রাসার জমি কমিটির রেজুলেশন ছাড়াই মোহাম্মদ আলী গংদের সাথে রেওয়াজ বদল ও পতিত জমি থেকে ভেকু দ্বারা মাটি খনন করে বিক্রয়। মাদ্রাসার ৩২ শতাংশ জমির মধ্যে ২৪ শতাংশ জমিতে সোনাতন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত বাজেট দ্বারা সীমানা প্রাচীর নির্মান করেন।

২। এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ, জনাব মোঃ লেনিন হোসেন এর নিকট থেকে অবৈধভাবে চাপ প্রয়োগ করে অর্থ আদায় করেন। যার কথোপকথনের মুঠোফোনের কল রেকর্ড সংরক্ষিত আছে।

৩। ভারপ্রাপ্ত সুপার জনাব মোঃ নূরুল ইসলামকে বিধি বহির্ভুতভাবে সাময়িক বরখাস্ত করে ১৮ মাস বেতন ভাতা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে তার নিকট থেকে অবৈধভাবে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ও সুপারের বিরুদ্ধে ইউএনও মহোদয়ের স্বাক্ষর জাল ও অর্থ আত্মসাতের বিচারাধীন মামলা বল প্রয়োগ করে প্রত্যাহার করে নিয়ে সহঃ সুপারকে পুনর্বহাল করেন।

৪। মাদ্রাসার আবাদি জমি কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়াই এককভাবে জমি লিজ দিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করেন।

চলমান পাতা-০২

৫। মাওলানা মোঃ সিরাজুল ইসলাম সহকারী মৌলভী শিক্ষকের অন্য প্রতিষ্ঠানে সহ সুপার পদে চাকুরি হওয়ায় অভিজ্ঞতার সনদ ও ছাড়পত্র সহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র প্রদানের বিনিময়ে চাপ প্রয়োগ করে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা নিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করেন।

৬। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী (নিরাপত্তা কর্মী) মোঃ জাকির হোসেনের নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়নের কথা বলে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা গ্রহণ করে আত্মসাৎ করেন।

৭। উপবৃত্তি ভোগী শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে মাসিক বেতন গ্রহণ ও অন্যান্য ফি অতিরিক্ত গ্রহণ করে অর্থ আত্মসাৎ করেন।

৮। ১১/০৩/২০২৪ ইং তারিখে মিনিস্ট্রি অডিটের যাবতীয় ব্যয় ৩২৮৩০/- (বত্রিশ হাজার আটশত ত্রিশ) টাকা শিক্ষক কর্মচারীরা প্রদান করেন। অথচ সুপারজানু-জুন' ২৪ আয় ব্যয়ে প্রদর্শন করেন। তাতে ব্যয় দেখান, কিন্তু আয় না দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করেন।

৯। জেলা পরিষদ রংপুর এর বরাদ্দকৃত ২/৩ টি প্রকল্পের অর্থ কাজ না করে সুপার সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করেন।

১০। সুপার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়েগের ও জেলা পরিযোধের বরাদ্ধকৃত অর্থ আত্বসাৎ করে নিয়মিত কমিটি গঠন না করে দীর্ঘ দিন যাবৎ এড হক কমিটি দিয়ে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আসিতেছে।

১১। সুপার মাদ্রাসার ব্যাংক হিসাব নং ৩১৮৫ সোনালী ব্যাংক,মীরবাগ শাখায় কোন প্রকার লেন-দেন করেন না।

পূর্বের দুর্নীতির অভিযোগসমূহ :-

১। এলাকাবাসীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের কারনে ০৯/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেন।

২। সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি জনাব শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের স্বাক্ষর ও সীল জাল করে অর্থ আত্মসাৎ করেন যার স্মারক নং- উনিঅ/কাউ/০৭-৮৬৬ তাং ০১/১১/২০০৭ ইং, স্মারক নং জেপ/কুষ/০৭/৬৫০ তাং ০৬/১১/২০০৭ ইং, এবং সুপারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয় যার নং জি আর ১৫১/০৮।

০৩। সুপারের শিক্ষাগত সনদ, যোগদান পত্র, নিয়োগ পত্র, এমপিও সীট, জাতীয় পরিচয় পত্রে নামের গড়মিল। অতএব মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন বর্নিত অভিযোগ গুলো আমলে নিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জনাবের মর্জি হয়।

সংযুক্তিঃ

১। ১৩/০৮/২৪ ইং, ১৫/০৮/২৪ ইং এবং ২৮/০৮/২৪ ইং তারিখের উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা কাউনিয়া বরাবর অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আমি আমিনুর ইসলাম ও এলাকাবাসীর অভিযোগ পত্রের ছায়াকপি ৫ (পাঁচ) পাতা।

২। এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মোঃ লেনিন হোসেনের অভিযোগ পত্র ০১ পাতা। ৩। এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মোঃ হারুন-অর- রশীদের অভিযোগ পত্র ০১ পাতা। ৪। সহ সুপার জনাব মোঃ নূরুল ইসলামের অভিযোগ পত্র ১ পাতা

৫। সাবেক সহকারী মৌলভী শিক্ষক আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলামের অভিযোগ পত্র ০১ পাতা।

৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা স্বাক্ষর ও সীল জাল করে অর্থ আত্মসাৎ করে যার স্মারক নং- উনিঅ/কাউ/০৭-৮৬৬ তাং ০১/১১/২০০৭ ইং, স্মারক নং জেপ/কুষ/০৭/৬৫০ তাং ০৬/১১/২০০৭ ইং, সঠিকতা যাচাইয়ের পত্র ১+১= ২ পাতা।

৭। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী জাকির হোসেন (নিরাপত্তা কর্মী) অভিযোগ পত্র ১ পাতা।

৮। জনাব মোঃ মহিদুল হক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা কাউনিয়া, রংপুর।

চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ঢাকা- বরাবরে প্রেরিত পত্র যার স্মারক নং ০৫. ৫৫. ৮৫৪২. ০০৪. ০৬. ১০৪. ২৫-৮১ তাং ১৯/০১/২০২৫ খ্রিঃ পত্রের ছায়া কপি ১ পাতা।

নিবেদক

অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অভিভাবকমন্ডলী

সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা

কাউনিয়া, রংপুর।

১। মোঃ মাহমুদুল ইসলাম- 01723682412, NID NO. 8514223270606.

২। মো: আমিনুর ইসলাম - 01716-872278. সহকারী শিক্ষক, সোনাতন দা: দাখিল মাদ্রাসা

৩। মোঃ মিজানুর রহমান - 01713711320

৪। মোঃ মকবুল হোসেন- ০১৭৯০৫৮৬৬৫৮৯৬

৫। মোঃ আব্দুর রহমান - 01777767905

৬। মোঃ সাব্বির হো: - ০১৭৭৩৭৮০৫৪১

৭। মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম - ০১৭৭৪৯৭১৪৩৫

৮। মোঃ আনোয়ার আলী (রাজা) ০১৭৭৭৬০৮৮০

৯। মোঃ মনজুর লিটু - ০১৭৪০৬৮৬৫১১

১০। আরিফুল - ০১৭৬৮৫৮২৮০১

১১। নুর নবী - 01774353205

১২। মোঃ রেজাউল করিম - 01740863659

১৩। মোঃ আমানুল্লাহ প্রধান - 01750360469

১৪। মোঃ আবু সাঈদ (মেম্বার) 0172307৫992

১৫। মোঃ নাসির উদ্দিন - ০১৭[illegible]২০০৭৩

১৬। মোঃ বুলবুল ইসলাম - 01313327632

১৭। মোঃ সাইফুল ইসলাম - 017355715 সহকারী শিক্ষক, সোনাতলা দাখিল মাদ্রাসা

১৮। আবু মিয়া - 01725070468.

১৯। মোঃ হাবিবুর - 01738753459.

২০। মোঃ সাইদুল ইসলাম 01721902480

২১। মোঃ আঃ কাইয়ুম - 01734564464 প্রভাষক সোনাতলী

২২। মোঃ নুরুন্নবী ইসলাম - ০১৬১৪[illegible] সাং [illegible]

২৩। মোঃ মামুনুর রশিদ - ০১৭৪২৮৭৭২৯৩ এবং প্রধান

২৪। মোঃ [illegible] - 01735190571

২৫। মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক

২৬। মোঃ [illegible] - 01735101675.

২৭। মোঃ দৌলতুজ্জামান - ০১৭৭৬৯২২২২১.

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে

১। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা- বাংলাদেশ।

২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ নাজমুল ইসলাম
Name: Md Nazmul Islam
পিতা: মোঃ মকবুল হোসেন
মাতা: মোছাঃ লাইলী বেগম
Date of Birth: 03 Nov 1986
ID NO: 8514223270606

এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ঠিকানা: গ্রাম/রাস্তা: সোনাতন, ডাকঘর: নাজিরদহ - ৫৪৪০, কাউনিয়া, রংপুর

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর প্রদানের তারিখ: ০১/০৬/২০০৮

সংযুক্তি নং-০১

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২৪ইং।

বরাবর,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি

সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা

কাউনিয়া, রংপুর।

বিষয়ঃ মাদ্রাসার জমি থেকে গাছ ও মাটি বিক্রয় প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনাকে অবগত করিতেছি যে, অত্র মাদ্রাসার জমিতে লাগানো গাছ বিক্রয় ও উক্ত জমি থেকে অবৈধ ভাবে মাটি বিক্রয় করে। গাছ বিক্রি আনুমানিক মূল্য ২৮,০০০/- (আটাশ হাজার) টাকা এবং জমিতে গভীর গর্ত করে মাটি বিক্রয় করে। উক্ত বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কে জানালে উনি কিছুই জানেনা বলে আমাদের কে অবগত করেন।

অতএব, মহোদয়ের নিকট উপরোক্ত বিষয়টি বিবেচনা করত সু-ব্যবস্থা গ্রহনে আপনার মর্জি হয়।

নিবেদক,

১। মোঃ সফিকুল ইসলাম

২। মোঃ আমিনুর ইসলাম

সহকারী শিক্ষক

সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা

কাউনিয়া, রংপুর।

Received

তারিখঃ- ১৫/০৮/২০২৪ ইং

বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ্ দাখিল মাদ্রাসা
কাউনিয়া,রংপুর।

বিষয়ঃ- অবৈধ ভাবে মাদ্রাসার গাছ ও মাটি বিক্রয় প্রসঙ্গে।

জনাব,

সবিনয় নিবেদ এই যে, আমরা অত্র এলাকাবাসি এবং ছাত্র অভিভাবক আপনাকে অবগত করিতেছি যে অত্র প্রতিষ্ঠানের জমিতে লাগানো গাছ বিক্রয় বাবদ প্রায় ২৮,০০০ (আটাশ হাজার) টাকা এবং মাটি বিক্রয় করে অত্র মাদ্রাসার সুপার মোঃ আব্দুস ছাত্তার, মোঃ আব্দুল গফুর ইউপি সদস্য, ২ নং হারাগাছ ইউনিয়ন এবং মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, পিতা- মৃত জমির উদ্দিন। গত নিয়েমিত কমিটি থাকা কালীন সময়ে একজন আয়া, একজন নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ দিয়ে প্রায় ১৬,০০০০০ (ষোল লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন। পরবর্তী কমিটি হিসাব নিবেন জানতে পেরে নিয়োমিত কমিটি গঠন না করে প্রায় ১৮ মাস অনিয়োমিত কমিটি দিয়ে মাদ্রাসা পরিচালনা করে আসিতেছেন। উল্লেখ থাকে যে, অত্র মাদ্রাসার সুপার ইতি পূর্বে আর্থিক শৃংঙ্খলা ভঙ্গ এবং বিভিন্ন অনিয়োমের কারণে ২০০৭ সনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ জাকির হোসেন মহোদয়ের সময়ে সাময়িক বরখাস্থ হন।

অতএব মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন বিষয়টি আমলে নিয়ে সুষ্ঠ তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ আপনার একান্ত মর্জি হয়।

নিবেদক

অভিভাবক ও এলাকাবাসির পক্ষে

১। মোঃ মিজানুর রহমান 01713-211320
২। মোঃ জুলফিকার আলী
৩। মোঃ আনোয়ার ইসলাম
৪। মোঃ তৌহিদ আমিন
৫। মোঃ বুলবুল মিয়া
৬। রফিকুল ইসলাম
৭। মোঃ আব্দুর রহিম

Received

সংযুক্তি নং-০

তারিখঃ- ২৮/০৮/২০২৪ ইং

বরাবর,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ্ দাখিল মাদ্রাসা
কাউনিয়া,রংপুর।

বিষয়ঃ- অত্র মাদ্রাসার সুপারের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনাকে জানাচ্ছি যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের সুপার মোঃ আব্দুস ছাত্তার এর বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ এর কারণে ইতি পূর্বে ০৯/১০/২০০৭ ইং তারিখে সাময়িক বরখাস্থ হন। ১৫/০৬/২০১২ ইং তারিখে জোর পূর্বক মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি সভা চলাকালীন সময়ে হঠাৎ সুপার ৫০/৬০ জন দলীয় লোকজন সহ অফিস কক্ষে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে সকল সদস্যদের কে জিম্মি করে সুপারের লিখে আনা নতুন রেজুলেশন বহি ও নোটিশ খাতায় স্বাক্ষর নিয়ে স্বপদে বহাল হন। বহাল হওয়ার পর তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেন। তাই পূর্বের এবং বর্তমানের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ গুলো নিম্ন উল্লেখ করা হল।

১। বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে ০৯/১০/২০০৭ ইং তারিখে সাময়িক বরখাস্থ করেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন, ইউ,এন,ও মহোদয়।

২। সাবেক ইউ,এন,ও জনাব ধীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাদয়ের স্বাক্ষর ও সিল জাল করে নিজের হাতের লেখা রেজুলেশনের মাধ্যমে ১৯,৮২০ (ইনিশ হাজার আট শত বিশ) টাকা আত্মসাৎ করেন এবং ১২/১২/২০০৭ ইং তারিখে সুপারের বিরুদ্ধে মামলা হয়।

৩। সুপার এডহক কমিটি কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে এবং ইউ,এন,ও মোঃ জাকির হোসেন কে আসামি করে রংপুর জজ আদালতে মামলা করে যাহার নং ৫৩০/০৭ তারিখ ২৭/০৯/০৭ ইং।

৪। ১৫/০৬/২০১২ ইং তারিখে মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটি সভা চলাকালীন সময়ে দলীয় লোকজন দিয়ে সকল সদস্যদের কে অস্ত্র ঠেকিয়ে লিখে নিয়ে আসা রেজুলেশন বহিতে স্বাক্ষর নিয়ে বহাল হন।

৫। গত ১২/১০/২০১৩ ইং তারিখে নিজে মাদ্রাসা মাঠে সাধারণ সভা আহবান করেন, সভায় স্বার্বিক আলোচনান্তে আয়-ব্যায়ের হিসাব দিতে না পারায় কৌশলে পালিয়ে এসে শিক্ষক ৩ জন ও এলাকাবাসি ১ জনের নামে মিথ্যা মামলা করেন।

৬। শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন,বিদ্যুৎ বিল,পরিক্ষার ফি,রেজিঃ ফি,ফরম খিলাপ,সেশন ফি,দাখিল পাশের সনদ ও প্রশংসাপত্র বিতরণে অর্থ আদায়ে কোন প্রকার রশিদ বহি ব্যবহার করেন না।

৭। মাদ্রাসার জমি লিজের টাকা সহ অন্যান্য আয় ব্যাংক হিসাব নং ৩১৮৫, সোনালী ব্যাংক মীরবাগ শাখায় কোন প্রকার অর্থ জমা করেন নাই।

৮। ৩/৪ মাস পূর্বে ৩ টি ইউক্লিপটার গাছ বিক্রয় করেন প্রায় ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা।

৯। ০১/০৮/২০২৪ ইং মাদ্রাসার মাটি বিক্রয়,বাশঝাড় বিক্রয়,গাছ বিক্রয় বাবদ প্রায় ২৮,০০০ (আটাশ হাজার) টাকা।

১০। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া দীঘ দিন মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকেন, এক দিনে এসে সব স্বাক্ষর করেন। মুভমেন্ট বহি ব্যবহার করেন না।

১১। শিক্ষার্থীদের উপবিত্তি বিপরিতে টিউশন ফি অগ্রনী ব্যাংক কেডেট কলেজ শাখা থেকে উত্তোলন করে নিজে আত্মসাৎ করে।

Received

চলমান পাতা- ১

সংযুক্তি নং-০১

চলমান পাতা- ২

১২। প্রায় ১ বছর পূর্বে শিক্ষক কর্মচারীদের নিকট থেকে এম,পি,ও সিটে নাম, পদবী ও বিষয় সংশধনীর জন্য ৯,৫০০ (নয় হাজার পাঁচ শত) টাকা কাজ না করে আত্নসাৎ করেন।

১৩। এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত ৬ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট থেকে ২০,০০০ থেকে শুরু করে ৪৫,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ নিয়েছেন।

১৪। ১ জন দপ্তরী, ১ জন নিরাপত্তা কর্মী ও ১ জন আয়ার নিয়োগ বাবদ প্রায় ২৪,০০০০০ (চব্বিশ লক্ষ) টাকা নিয়েছেন। উক্ত টাকা পবর্তী কমিটিকে হিসাব দিতে হবে বিধায় কমিটি গঠন না করে এলাকার বৈইরী পরিবেশের কারণে নিয়মিত কমিটি গঠন করা সম্ভব হয় নাই বলে ইউ,এন,ও মহাদয়কে এডহক কমিটি গঠনের আবেদন করেন। এই ভাবেই সুপার প্রায় ১৮ মাস থেকে প্রতিষ্ঠান চালিয়ে আসিতেছে।

১৫। সুপারের শিক্ষাগত সনদের সংঙ্গে যোগদান, নিয়োগ,এমপিও সিট,এনআইডি কার্ডে নামের গড়মিল আছে।

১৬। মাদ্রাসায় এসে সঠিক ভাবে পাঠ দান কার্যক্রম দেখা শুনা না করে ঘন্টার পর ঘন্টা অফিসে বসে দাবা খেলেন।

অতএব মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন বণিত অভিযোগ গুলো আমলে নিয়ে সুষ্ঠ তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ আপনার একান্ত মর্জি হয়।

সংযুক্তিঃ

১। সংবাদপত্রের ছায়া কপি ৩ পৃষ্ঠা।
২। সাময়িক বরখাস্থের সভার রেজুলেশন বহি ছায়া কপি।
৩। স্বাক্ষর জালের রেজুলেশন ও দুইটি পত্রের ছায়া কপি।
৪। মামলার কাগজপত্র এক সেট।
৫। জোর পূর্বক বহাল হওয়ার রেজুলেশনের ছায়া কপি।
৬। সকল প্রকার চিঠি পত্রের স্বারক সহ এক সেট ফটোকপি।
৭। অফিস কক্ষে দাবা খেলার স্থির চিত্র।
৮। ৩১৮৫ হিসাব নং এর ব্যাংক স্টেটম্যান।

নিবেদক,

28/06/24

মোঃ আমিনুর ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ্ দাখিল মাদ্রাসা
কাউনিয়া,রংপুর।
মোবাইল নং ০১৭১৬৮৭২২৭৮

সংযুক্তি -০২
অভিযোগ নং- ০২

তারিখঃ ২২/০৪/২০২৫ খ্রিঃ

বরাবর

রেজিষ্টার

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-ঢাকা।

বিষয়ঃ মোঃ আব্দুস ছাত্তার সুপার সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা কাউনিয়া, রংপুরের এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট থেকে জোড় পূর্বক অর্থ আদায় প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি মোঃ লেলিন হোসেন সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) হিসেবে গত ০২/১২/২০১৯ ইং তারিখে অত্র মাদ্রাসায় যোগদান করি। যোগদান করার পর অত্র প্রতিষ্ঠানের সুপার কাগজ পত্রাদী অগ্রায়িত করার জন্য আমার নিকট ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা দাবী করেন। এবং আমার নিকট হতে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা বুঝে পাওয়ার পর আমার কাগজ পত্রাদী অগ্রায়িত করেন। যার ফোন কল রেকর্ডও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।

অতএব জনাবের নিকট আবেদন উপরোক্ত বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জনাবের মর্জি হয়।

নিবেদক

(মোঃ লেলিন হোসেন)
সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা)
সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা
কাউনিয়া, রংপুর।
মোবা-০১৭৪৬-৬০৭৫৯০

সংযুক্তি – ০৬
অভিযোগ নং – ০২

তারিখঃ ২২/০৪/২০২৫ খ্রিঃ

বরাবর

রেজিষ্টার

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-ঢাকা

বিষয়ঃ মোঃ আব্দুস ছাত্তার সুপার সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা কাউনিয়া, রংপুরের এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট থেকে জোড় পূর্বক অর্থ আদায় প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি মোঃ হারুন- অর- রশীদ সহকারী মৌলভী শিক্ষক হিসেবে গত ০১/০২/২০২২ ইং তারিখে অত্র মাদ্রাসায় যোগদান করি। যোগদান করার পর অত্র প্রতিষ্ঠানের সুপার কাগজ পত্রাদী অগ্রায়িত করার জন্য আমার নিকট ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা দাবী করেন। আমি উক্ত টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় কাগজ পত্র আটকে রাখেন। তখন আমি বাধ্য হয়ে ০২ কিস্তিতে মোট ৫২,০০০/- (বায়ান্ন হাজার) টাকা সুপারকে প্রদান করি। যার ফোন কল রেকর্ডও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। যোগদানের ০২ মাস পর কাগজ পত্র অগ্রায়িত করেন।

অতএব জনাবের নিকট আবেদন উপরোক্ত বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জনাবের মর্জি হয়।

নিবেদক

(মোঃ হারুন- অর- রশীদ)

সহকারী মৌলভী শিক্ষক

সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা

কাউনিয়া, রংপুর।

মোবা-০১৭৩৪-৩৫৮৭৬০

সংযুক্তি -০৪
অভিযোগ নং-০৩

তারিখঃ ২২/০৪/২০২৫ খ্রিঃ

বরাবর
রেজিষ্টার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-ঢাকা

বিষয়ঃ মোঃ আব্দুস ছাত্তার সুপার সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা কাউনিয়া, রংপুরের দুর্নীতি ও অবৈধভাবে জোড় পূর্বক অর্থ আদায় প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি মোঃ নূরুল ইসলাম, সহকারী সুপার অত্র মাদ্রাসা। সুপার মোঃ আব্দুস ছাত্তারের বিভিন্ন অনিয়ম, দায়িত্বে অবহেলা ও মাদ্রাসার অর্থ আত্মসাৎ করার কারণে সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি অত্র মাদ্রাসা গত ০৯/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করেন এবং আমাকে ভারপ্রাপ্ত সুপারের দায়িত্ব প্রদান করেন। সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার কাগজ পত্র বুঝিয়ে দিলে সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি অত্র মাদ্রাসা শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের স্বাক্ষর ও সীল জাল করে অর্থ আত্মসাৎ করেন এবং সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়। গত ১৬/০৬/২০১২ ইং তারিখে মাদ্রাসার অফিস কক্ষে পরিচালনা কমিটির সভা চলাকালীন সময়ে হঠাৎ সাময়িক বরখাস্ত কৃত সুপার ৫০/৬০ জন আওয়ামীলীগের লোকজন সহ আমাদেরকে অবরুদ্ধ করে লিখে আনা রেজুলেশন বহিতে সকলের স্বাক্ষর নিয়ে বহাল হন। পরবর্তীতে আমাকে মামলা তোলার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন, আমি রাজি না হওয়ায় আমাকে বিধি বহির্ভূতভাবে সাময়িক বরখাস্ত করেন এবং বেতন ভাতা বন্ধ করে দেন যার মেয়াদকাল ১৮ মাস। তৎকালীন সরকার দলীয় লোকজন বাড়িতে গিয়ে ভয় ভীতি দেখিয়ে বাড়ি হতে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে মামলা প্রত্যাহার করে নেন এবং আমার উক্ত ১৮ মাসের বেতনের টাকা হতে সুপার নিজ হাতে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা নিয়ে আমাকে স্বপদে বহাল করেন। সুপারের এহেন কার্যকলাপের ফলে আমি সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন ও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই।

অতএব জনাবের নিকট উপরোক্ত বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জনাবের মর্জি হয়।

নিবেদক

(মোঃ নূরুল ইসলাম)
সহকারী সুপার
সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা
কাউনিয়া, রংপুর।
মোবা-০১৩১৪-১৭৯১৯০

সংযুক্তি – ০৫
অভিযোগ নং – ০৫

তারিখঃ ২২/০৪/২০২৫ খ্রিঃ

বরাবর
রেজিষ্টার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-ঢাকা

বিষয়ঃ মোঃ আব্দুস ছাত্তার সুপার সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা কাউনিয়া, রংপুরের চাকুরির অভিজ্ঞতা ও ছাড়পত্র প্রদানের জন্য জোড় পূর্বক অর্থ আদায় প্রসঙ্গে।

জনাব,
উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সহকারী মৌলভী শিক্ষক অত্র মাদ্রাসা। আমি গত ১১/০৪/১৯৯১ খ্রিঃ তারিখে অত্র মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভী শিক্ষক পদে যোগদান করিয়া ০২/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুনামের সহিত আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করি। গত ০৩/০৮/২০১৯ ইং তারিখ উক্ত পদ হতে স্বজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, সুস্থ মস্তিস্কে অব্যাহতি প্রদান করি। আমার জ্ঞানগঞ্জ ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা, পীরগাছা, রংপুরে সহকারী সুপার পদে চাকুরি হওয়ায় অভিজ্ঞতা সনদ ও ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুপার মোঃ আব্দুস সাত্তারকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করিলে তিনি আমার নিকট ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা দাবী করেন। আমি উক্ত টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে তিনি আমাকে অভিজ্ঞতা সনদ ও ছাড়পত্র দিতে অস্বীকৃতি জানান। পরবর্তীতে আমি নিরুপায় হইয়া ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকার বিনিময়ে তার নিকট হতে অভিজ্ঞতা সনদ ও ছাড়পত্র নেই। এ বিষয়ে গত ০৬/১০/২০২৪ ইং তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা মহোদয়কে অবহিত করলেও তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।
অতএব জনাবের নিকট আবেদন উপরোক্ত বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জনাবের মর্জি হয়।

নিবেদক

(আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
সহকারী সুপার
জ্ঞানগঞ্জ ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা
পীরগাছা, রংপুর।
মোবা-০১৭২২-৯৭৭৭০৯

সংযুক্তি নং-০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কাউনিয়া, রংপুর।

স্মারক নং-উনিঅ/কাউ/০৭ - ৮৬৬

তারিখ ঃ ০১/১১/০৭ ইং।

বিষয় ঃ <u>স্বাক্ষরের সঠিকতা বিষয়ক প্রত্যয়ন প্রসঙ্গে</u>।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তাঁর এ উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে কর্মকালীন সময়ের সোনাতন দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসার সুপারের নিকট হতে বিগত ২৮/৬/০৫, ০৭/০৭/০৫ এবং ২৫/৮/০৫ তারিখের গভর্নিং বডির সভার কার্যবিবরণীর কপি সংগ্রহ করা হয়েছে। ২৮/৬/০৫ এবং ০৭/০৭/০৫ইং তারিখের কার্যবিবরণীতে তাঁর স্বাক্ষর সঠিক আছে। কিন্তু ২৫/৮/০৫ ইং তারিখের কার্যবিবরণীর স্বাক্ষরের সঠিকতা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

এমতাবস্থায় ২৫/৮/০৫ইং তারিখের কার্যবিবরণীর বিবেচ্য স্বাক্ষরের সঠিকতা বিষয়ক প্রত্যয়ন প্রেরণ করার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ- কার্যবিবরণীর ছায়ালিপি০৩(তিন)কপি।

১/১১/০৭

(মোঃ জাকির হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাউনিয়া, রংপুর।

প্রাপক ঃ ধীরেন্দ্রনাথ সরকার
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া।

সংযুক্তি নং-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কাউনিয়া, রংপুর।
www.kaunia.rangpur.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৫৫.৮৫৪২.০০৪.০৬.১০৪.২৫- ৮৯

তারিখঃ ০৫ মাঘ ১৪৩১ ব.
১৯ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

বিষয়ঃ জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার, সুপার, সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ্ দাখিল মাদ্রাসা, কাউনিয়া, রংপুর এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার, সুপার, সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ্ দাখিল মাদ্রাসা, কাউনিয়া, রংপুর এর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায় (কপি সংযুক্ত)।

২। বর্ণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার, সুপার, সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ্ দাখিল মাদ্রাসা, কাউনিয়া, রংপুর এর বক্তব্য যথাযথ প্রমাণকসহ দাখিল করার জন্য অত্রাফিসের স্মারক নং- ০৫.৫৫.৮৫৪২.০০৪.০৬.১০৪.২৪-৭৫৭; তারিখঃ ২৯/০৮/২০২৪ খ্রি. মূলে পত্র প্রেরণ করা হয় (কপি সংযুক্ত)। তিনি গত ১৭/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর লিখিত জবাব দাখিল করেন (কপি সংযুক্ত) এবং গত ২৪/০৯/২০২৪ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেন (কপি সংযুক্ত)। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য অত্রাফিসের স্মারক নং- ০৫.৫৫.৮৫৪২.০০৪.০৬.১০৪.২৪-৮১৮; তারিখঃ ২৯/০৯/২০২৪ খ্রি. মূলে পত্র প্রেরণ করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

৩। জনাব মোঃ আব্দুস ছাত্তার, সুপার, সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ্ দাখিল মাদ্রাসা, কাউনিয়া, রংপুর এর দাখিলকৃত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর জবাব নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং অধিকতর তদন্তের জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কাউনিয়া, রংপুরকে আহবায়ক, উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা, কাউনিয়া ও উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, কাউনিয়া, রংপুরকে সদস্য করে কমিটি গঠন করা হয় (কপি সংযুক্ত)। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অন্য উপজেলায় পদায়ন হলে উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তাকে আহবায়ক তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি করা হয় (কপি সংযুক্ত)। উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ব্যক্তিগত কারণে তদন্তকার্য পরিচালনা করতে অপারগতা প্রকাশ করেন (কপি সংযুক্ত)। পরবর্তীতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কাউনিয়া, রংপুরকে আহবায়ক, উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা, কাউনিয়া ও উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, কাউনিয়া, রংপুরকে সদস্য করে অত্রাফিসের স্মারক নং- ০৫.৫৫.৮৫৪২.০০৪.০৬.১০৪.২৪-৯৪৩; তারিখঃ ০৪/১১/২০২৪ খ্রি. মূলে কমিটি গঠন করা হয় (কপি সংযুক্ত)। বর্ণিত কমিটিকে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তঅন্তে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়।

৪। তদন্ত কমিটির তদন্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে চলমান অবস্থায় বাদী তদন্ত কমিটির সদস্যদের সাথে উচ্চস্বরে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। নির্দিষ্ট দিনে সাক্ষীগণের মধ্যে কয়েক জনকে উপস্থিত করাতে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তী সময়ে বাদপড়া সাক্ষীগণের সাক্ষ্য নিতে চাপ সৃষ্টি করেন। তদন্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের (বাদীপক্ষের) অবহিত না করে কেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত স্থানীয়দের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন সে বিষয়ে জেরা করেন। বাদীপক্ষের সাক্ষীগণ যে লিখিত বক্তব্য প্রদান করে তার ফটোকপি সরবরাহ করতে জোরাজুরি করেন। বাদীপক্ষের কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং কমিটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। কমিটির সদস্যবৃন্দের পক্ষে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয় মর্মে গত ২৩/১২/২০২৪ খ্রি. তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর লিখিত ভাবে জানায় (কপি সংযুক্ত)। উল্লেখ্য, বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষই তদন্ত কমিটিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। যার ফলে তদন্তকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে না।

৫। উপর্যুক্ত বিষয়টি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ৫৭ (সাতান্ন) পাতা।

MHaque
১৯/০১/২৫
(মোঃ মহিদুল হক)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা
, কাউনিয়া, রংপুর।
ফোন- ০৫২২৪-৫৬০০১
unokaunia@mopa.gov.bd

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে
১। জেলা প্রশাসক, রংপুর।
২। অফিস নথি।

সংযুক্তি – ০৭
অভিযোগ নং- ০৬

তারিখঃ ২২/০৪/২০২৫ খ্রিঃ

বরাবর

রেজিষ্টার

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-ঢাকা

বিষয়ঃ মোঃ আব্দুস ছাত্তার সুপার সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা কাউনিয়া; রংপুরের অবকাঠামো উন্নয়নের কথা বলে অর্থ নিয়ে কোন প্রকার কাজ না করে অর্থ আত্মসাৎ প্রসঙ্গে।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মোঃ জাকির হোসেন চতুর্থ শ্রেনির কর্মচারী (নিরাপত্তা কর্মী) অত্র মাদ্রাসা। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমি গত ১২/০২/২০২১ ইং তারিখে নিরাপত্তা কর্মী পদে যোগদান করি। সুপার আমার নিকট মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য ১০,০০০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা দাবী করেন। তখন আমার পিতা বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করে সুপারকে ৮,০০০০০/- (আট লক্ষ) টাকা প্রদান করেন। সুপার প্রদেয় টাকার কোন প্রকার কাজ না করে সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করেন।

অতএব জনাবের নিকট আবেদন উপরোক্ত বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জনাবের মর্জি হয়।

নিবেদক

জাকির

(মোঃ জাকির হোসেন)
নিরাপত্তা কর্মী
সোনাতন দারুচ্ছুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা
কাউনিয়া, রংপুর।
মোবা-০১৭৬৬-২২৫৬৩৪